গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
প্রশাসন ও সংস্থাপন শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৬১.৯৯.০৭৯.১৭.৪১০

তারিখ: ১ ভাদ্র ১৪২৮
১৬ আগস্ট ২০২১

বিষয়: **"আমার গ্রাম-আমার শহর: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ"-এর লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে গঠিত কমিটির ৩য় সভার কার্যবিবরণী।**

সূত্র: ৪৬.০৬৮.১০.০০.০০.০১৫.২০১৯.৪৭৭, তারিখ: ১৫.০৭.২০২১।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের উন্নয়ন-২ শাখার ১৫ জুলাই ২০২১ তারিখের ৪৬.০৬৮.০১০.০০.০০.০১৫.২০১৯.৪৭৭ সংখ্যক পত্রের কপি (সংলগ্নীসহ) সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যার্থে নির্দেশক্রমে এ সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : বর্ণনা মোতাবেক।

১৬-৮-২০২১
মোঃ নজরুল ইসলাম
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪৯১৩০
ইমেইল:
sas_admin1@moedu.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :
১) চেয়ারম্যান, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ), ঢাকা।
২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ঢাকা।
৩) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), ঢাকা।
৪) ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন, ঢাকা।
৫) প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬) মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
৭) মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৮) মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী, ঢাকা।
৯) চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।
১০) সচিব, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, ঢাকা।
১১) সচিব, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল, ৫১-৫২, গ্রিন ডেল্টা এইমস টাওয়ার (১১ তলা), মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২।
১২) পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৩) চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
১৪) চেয়ারম্যান , মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা।
১৫) চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর।
১৬) চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর।
১৭) চেয়ারম্যান , মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট।
১৮) চেয়ারম্যান , মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী।
১৯) চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ।
২০) চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল।
২১) চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্রগ্রাম।
২২) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [পত্রটি এ বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ]।।
২৩) হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৪) সদস্য সচিব, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড, ঢাকা।
২৫) সদস্য সচিব, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা।

স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৬১.৯৯.০৭৯.১৭.৪১০/১

তারিখ: ১ ভাদ্র ১৪২৮

১৬ আগস্ট ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) উপসচিব (প্রশাসন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৬-৮-২০২১

মোঃ নজরুল ইসলাম

উপসচিব

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উন্নয়ন-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

স্মারক নং- ৪৬.০৬৮.০১০.০০.০০.০১৫.২০১৯.৪৭৭

তারিখঃ ৩১ আষাঢ় ১৪২৮
১৫ জুলাই ২০২১

বিষয়: নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এ অন্তর্ভুক্ত বিশেষ অঙ্গীকার "আমার গ্রাম-আমার শহর: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ" এর লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে গঠিত কমিটির'র ৩য় সভার কার্যবিবরণী।

উল্লিখিত বিষয়ে গত ০৬ জুন ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এ অন্তর্ভুক্ত বিশেষ অঙ্গীকার "আমার গ্রাম-আমার শহর: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ" এর লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির'র ৩য় সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে (১০ পাতা)।

উপ-সচিব (প্রশাসন) এর দপ্তর
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
ডায়েরী নং .... তারিখ........
উপসচিব (প্রশাসন)

(জেসমিন পারভীন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৫৫৬৭

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা;
৩। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৪। সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৫। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৬। সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৭। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৮। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৯। সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১০। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১১। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১২। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১৩। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১৪। সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১৫। সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১৬। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা;
১৭। সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১৮। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১৯। সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২০। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা;
২১। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২২। সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২৩। সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;

সচিবের দপ্তর
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
ডায়েরী নং | তারিখঃ
অতিঃ সচিব (প্রঃ ও অর্থ) | অতিঃ সচিব (উন্নয়ন)
অতিঃ সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) | অতিঃ সচিব (সরকারি মাধ্যমিক)
অতিঃ সচিব (কলেজ) | অতিঃ সচিব (বেসরকারি মাধ্যমিক)
অতিঃ সচিব (অডিট ও আইন) | অতিঃ সচিব (পরিকল্পনা)
সচিব

২৪। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২৫। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল, ঢাকা;
২৬। সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২৭। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২৮। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা;
২৯। প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কাকরাইল, ঢাকা।

স্মারক নং- ৪৬.০৬৮.০১০.০০.০০.০১৫.২০১৯.৪৭৭/০৬

তারিখঃ ৩১ আষাঢ় ১৪২৮ / ১৫ জুলাই ২০২১

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য):

০১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
০২. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
০৩. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
০৪. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
০৫. যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
০৬. অফিস কপি/মাস্টার কপি।

(জেসমিন পারভীন)
উপসচিব

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উন্নয়ন-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

বিষয়ঃ নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এ অন্তর্ভুক্ত বিশেষ অঙ্গীকার "আমার গ্রাম-আমার শহর: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ" এর লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে গঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটির ৩য় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	**জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়**
সভার তারিখ ও সময়	:	**০৬ জুন, ২০২১খ্রি: বেলা: ১১.০০টা**
সভার স্থান	:	**ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম**

সভাপতির অনুমতিক্রমে সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে সংযুক্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, সিনিয়র সচিব/সচিব/অতিরিক্ত সচিব/প্রধান প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন,২০১৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ জনগণের সামনে যে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছিলো তারমধ্যে অন্যতম একটি অঙ্গীকার "আমার গ্রাম: আমার শহর, প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ"। নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্টতার মধ্য দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ৩য় বারের মত সরকার গঠন করেন। সেই রাজনৈতিক অঙ্গীকার, আমার গ্রাম আমার শহর একটি রাজনৈতিক দলের অঙ্গীকার। কোন রাজনৈতিক দল যখন জনগণের বিপুল সাড়া পেয়ে নির্বাচিত হয় তখন তাঁর জনগণকে দেয়া নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নের দায়িত্ব সকল মন্ত্রণালয়ের উপর পড়ে। ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুমোদনক্রমে মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপির নেতৃত্বে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। জাতীয় কমিটিতে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিববৃন্দ সদস্য হিসাবে কাজ করছেন। জাতীয় কমিটি কর্তৃক আরেকটি সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), জনাব মেজবাহ উদ্দিন ফোকাল পার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ বিষয়গুলোকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এই মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে, স্থানীয় সরকার বিভাগ লিড মিনিষ্ট্রি হিসেবে কাজ করছে এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় 'আমার গ্রাম: আমার শহর' বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটির ১ম সভা আয়োজনের পূর্বে একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছিলো। কর্মশালার সুপারিশ অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিল। এরপর আরো দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। আজকের এই সভার উদ্দেশ্য হলো আন্ত:মন্ত্রণালয় ২য় সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা। অত:পর তিনি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে সূচনা বক্তব্য প্রদান করার জন্য অনুরোধ জানান।

০২.মাননীয় মন্ত্রী, জনাব মো: তাজুল ইসলাম, এমপি, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, সভায় সংযুক্ত সকলসদস্য এবং সাংবাদিকবৃন্দকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান একটি সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখে স্বাধীনতার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁর ভাষায় তিনি বলেছিলেন "সোনার বাংলা গড়বেন"। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর দায়িত্ব নিয়ে তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কাজ আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাঁকে স্বপরিবারে হত্যা করার পর বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয় এবং পথভ্রষ্ট হয় বাংলাদেশ। যার জন্য দীর্ঘকাল পযর্ন্ত আমরা ক্ষুধা-দারিদ্র্যের চক্রে পড়েছিলাম এবং মানুষের সকল মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছি। এই বঞ্চনা, এই দুঃখদুর্দশা লাঘব এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে এসে দীর্ঘ লড়াই সংগ্রাম আন্দোলন করে জনমানুষকে সংগঠিত করে মানুষের আকাঙ্খা পূরণের জন্য ১৯৯৬ সালে প্রথম ক্ষমতায় আসেন। তারপর ২০০৮ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে তাঁর দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছেন।

যার পরিপ্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে বাংলাদেশের মানুষের খাদ্য ঘাটতি পূরণ হয়েছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুতায়নসহ অনেক খাতে বিপুল সফলতা অর্জনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনগণের কাছে প্রশংসিত হয়েছেন এবং আমরাও ভাগ্যবান যে, শত সহস্র বছরের মধ্যে বাঙালিরা আজকে এই সম্মানজনক অবস্থায় আসতে পেরেছি।

২.১: বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়া এবং একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেন। সেটা হল ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ হবে। ইতোমধ্যে আমরা নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ হয়েছি। এখন আমাদের মাথাপিছু আয় ২২২৭ ডলারে উন্নিত হয়েছে। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রির্জাভসহ অন্যান্য খাতে বিপুল উন্নয়ন আছে। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন কাউকে বঞ্চিত করে উন্নয়নের কোন লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়না তাই গ্রামকে উপেক্ষা করে উন্নত রাষ্ট্র হবে না। সবাই যেন মানবিক এবং মান সম্মত জীবনযাপন করতে পারে, অর্থাৎ সমতাভিত্তিক সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৮ সালে নির্বাচনে আমার গ্রাম আমার শহরের কথা বলেছিলেন। অর্থাৎ গ্রামে শহরের সকল সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেয়া। এই সুবিধা পৌঁছে দিতে আমরা ইতোমধ্যে রাস্তাঘাট নির্মাণ করছি। বিদ্যুতায়ন হয়েছে, সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ করা প্রায় শূন্যে নেমে এসেছে। আমাদের এই অর্জন গুলোর গুণগত মানসম্পন্ন ও টেকসই হতে হবে। সেই জন্য এই কমিটি করা হয়েছে এবং এই কমিটির উদ্দেশ্যে হলো, এমনভাবে উন্নয়ন সাধিত হবে যেন আমরা শহরে যেসব সুবিধা ভোগ করি সেসব সুবিধা গ্রামের মানুষও ভোগ করতে পারে। শহরে প্রচুর ট্রাফিক সমস্যা আছে, গ্রামে যেন এটা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। শহরে খেলার মাঠ নেই, গ্রামে খেলার মাঠ থেকে মানুষ যেন বঞ্চিত না হয়। গ্রামে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। স্কুল, শপিংমল, স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র সবকিছু অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে উন্নয়নে নতুন সমস্যা সৃষ্টি না করে। এখন আমরা আরম্ভ করবো । যতটুকু সম্ভব করবো। ২০-৫০ বছর পর বাংলাদেশ এশিয়ার মধ্যে উন্নত দেশ হবে। এখন থেকে আমাদের সেই পথে এগোতে হবে। গ্রামে এজন্য আমাদের মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহ চিহ্নিত করে তা পরিকল্পিতভাবে পৌঁছে দিতে হবে। এমনভাবে করতে হবে যেন সব ধরণের সেবা যেমন: বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, সুয়ারেজ সিস্টেম,বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এগুলো সুন্দরভাবে করা যায়। ক্লাষ্টারের ভিতর স্কুল, হাসপাতাল ও খেলার মাঠ, শপিং মল এবং বসবাসের জন্য আবাসন এমনভাবে করতে হবে যেন সত্যিকারের সুফল পাওয়া যায়।

২.২: ইতিমধ্যে আমরা কিছু সভা করেছি। সভা করে একটা কারিগরি সমীক্ষা প্রকল্প (টিএপিপি) গ্রহণকরত: ইতোমধ্যে তা বাস্তবায়নের জন্য একটা অফিসও স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে ১৫টি গ্রামের ধরণ নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো পাইলট গ্রাম হিসেবে সারা বাংলাদেশে ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। অফিস স্থাপিত হলেও কোভিড-১৯ এর কারণে অনেক কাজই যথাসময়ে করা কঠিন হচ্ছে। যে লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আমরা এগুচ্ছিলাম সে লক্ষমাত্রা অনুযায়ী আমরা এখনও কাজ করতে পারিনি। তবে আমরা বুঝে ফেলেছি এই চ্যালেঞ্জের মধ্যে উন্নয়ন কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। সকল কাজ কোভিডের মধ্যেই করতে হবে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগের নেতৃত্বে একটি সাব কমিটি করা হয়েছে। তিনি মাঝে মাঝে এ বিষয়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি আমাকে অবহিত করছেন।

গত মিটিংয়ে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিলো যে, আমার গ্রাম আমার শহরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের গৃহীত প্রকল্প পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। শহরের সুবিধাসমূহ গ্রামে পৌঁছে দেয়ার জন্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এককভাবে সব কাজ করবে না। কমিটির সভাপতি হিসাব আমি নেতৃত্ব দিবো কিন্তু, এখানে প্রত্যেক মন্ত্রণালয় নিজ নিজ প্রকল্প গ্রহণ করবেন। যে সকল প্রকল্প বা তার সংশ্লিষ্ট অংশ আমার গ্রাম আমার শহরের সাথে মিলে যাবে সেগুলো সামষ্টিকভাবে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক তদারকি করা হবে।

৩. এ পর্যায়ে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত সার-সংক্ষেপে গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নিম্নরূপ ১৫টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়ঃ

(১) কার্যকর গণপরিবহন পদ্ধতির জন্য পরিকল্পিত উন্নত গ্রামীণ অবকাঠামো বিনির্মাণ; (২) মানসম্মত ভোগ্য পণ্য প্রাপ্তি এবং কৃষি পণ্য বাজার জাতকরণের জন্য হাট বাজার উন্নয়ন; (৩) স্যানিটেশন অবস্থার উন্নয়ন; (৪) মানসম্মত শিক্ষা; (৫) সুপেয় পানির সুবিধা সৃষ্টি; (৬) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ; (৭) প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ সুবিধার জন্য কার্যকরী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রবর্তন; (৮) স্থানীয় জনগণের উন্নতির জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও সম্প্রসারণ; (৯) কৃষি সম্পর্কিত সুবিধা নিশ্চিতকরণ, কৃষি যন্ত্র সেবা কেন্দ্রও ওয়ার্ক শপ স্থাপন এবং বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন; (১০) পাঠাগার, ক্রীড়া ও বিনোদন সুবিধা সম্প্রসারণ; (১১) গ্রামীণ নৌ-যোগাযোগ সম্প্রসারণ; (১২) বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ/বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন পদ্ধতি উন্নয়ন; (১৩) সর্বাধুনিক ও সাশ্রয়ী মূল্যে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণ; (১৪) ই-গভর্নেন্স সম্প্রসারণ; (১৫) কারিগরি প্রশিক্ষণ ও কারিগরি শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি।

৩.১. এরপর তিনি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক প্রকল্পসমূহের নাম উল্লেখ করেন। তিনি নিম্নরূপ তথ্য উপস্থাপন করেনঃ

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	চলমান প্রকল্প সংখ্যা	প্রস্তাবিত প্রকল্প সংখ্যা
০১.	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	১৪টি	১৮টি
০২.	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	২৭টি	০টি
০৩.	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	০৮টি	০৮টি
০৪.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	১৩টি	১০টি
০৫.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	০৫টি	০১টি
০৬.	কৃষি মন্ত্রণালয়	৩২টি	২৬টি
০৭.	শিল্প মন্ত্রণালয়	০৩টি	০০টি
০৮.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	০১টি	০০টি
০৯.	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	০১টি	০০টি
১০.	খাদ্য মন্ত্রণালয়	০৫টি	০৫টি
১১.	মৎস্যওপ্রাণিসম্পদমন্ত্রণালয়	১১টি	১৭টি
১২.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	০০টি	০০টি
১৩.	পরিবেশ, বন ও জলবায়ুপরিবর্তনমন্ত্রণালয়	০৫টি	০৯টি
১৪.	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	০৪টি	০০টি
১৫.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	০৫টি	০৬টি
১৬.	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০৬টি	০টি
১৭.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১০টি	০৫টি
১৮.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০২টি	০০টি
১৯.	বিদ্যুৎ বিভাগ	১৩টি	১৩টি
২০.	ভূমি মন্ত্রণালয়	০১টি	০০টি
২১.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	০৪টি	০০টি
২২.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	১৫টি	০০টি
২৩.	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	০০টি	০২টি

৩.২. তিনি সভাকে আরো অবহিত করেন যে, স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কারিগরি সমীক্ষা প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ এগিয়ে চলেছে। মোট ব্যয় প্রকল্প ব্যয় ২৮ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ জানুয়ারি ২০২১-ডিসেম্বর ২১। কর্ম পরিধিভুক্ত ৩০ টি গাইড লাইন প্রণয়ন করতে হবে, কর্মপরিধিভুক্ত ৩৬ টি সমীক্ষা সম্পাদন করতে হবে, ১৫ টি গ্রামের সম্ভাব্যতা যাচাই করে পাইলট গ্রাম নির্মাণের ডিপিপি তৈরি করতে হবে। এছাড়া গ্রামীণ গৃহায়ণ/কম্প্যাক্টহাউজিং বাস্তবায়নে সমীক্ষা কার্যসম্পাদন করতে হবে।

৩.৩. স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মপরিধিভুক্ত গ্রামীণ যোগাযোগ, গ্রামীণ গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার, গ্রামীণ পানিসরবরাহ ও স্যানিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, কম্যুউনিটি স্পেস ও বিনোদন ব্যবস্থা, উপজেলা মাস্টার প্ল্যান, উপজেলা পরিষদ-ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে এবং বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ গঠনের লক্ষ্যে দেশের ৮৭২৩০ টি গ্রাম উন্নত গ্রামে রূপান্তরের বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। তিনি প্রকল্পের অগ্রগতি হিসেবে উল্লেখ করেন যে, ইতোমধ্যে ১০ জন পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। সমীক্ষাসমূহ সম্পাদনে পরামর্শক ফার্ম নিয়োগের জন্য Terms of Reference চুড়ান্তকরে EOI জারি করা হয়েছে, গ্রহণের তারিখ ২০জুন, ২০২১ এবং পশ্চিম আগারগাঁও এ প্রকল্প দপ্তর স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। নিয়োজিত পরামর্শক ও সহায়ক কর্মচারী কাজ করছেন।

৩.৪. পাইলট গ্রাম নির্বাচন ও উন্নয়নের বিষয়ে তিনি বলেন ,প্রস্তাবিত কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে পাইলট গ্রাম উন্নয়নের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন করা হচ্ছে। ১৫টি গ্রামের নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ নির্ণায়ক অনুমোদন করা হয়েছেঃ সমতলের গ্রামসমূহ হতে ৮বিভাগে ৮টি গ্রাম। ডেল্টাপ্ল্যান হটস্পট সমূহ থেকে ৫ টি যেমন হাওর এলাকায় ১টি, দ্বীপ/ উপকূলে ১টি, পাহাড়ী অঞ্চলে ১টি, উত্তরবঙ্গের চরাঞ্চলে ১টি, বিল অঞ্চলে ১টি (যেমন: গোপালগঞ্জ জেলার বিল অঞ্চল), দেশের প্রস্তাবিত ১০০ টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে ২টি অঞ্চল সংলগ্ন ২টি গ্রাম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদিত স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মপরিকল্পনায় নাগরিক সুবিধা সম্প্রসারণের ১৫ টি ক্ষেত্র রয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রসমূহের আলোকে সেবা সম্প্রসারণের জন্য পাইলট গ্রামসমূহ বিবেচনা করা হবে।

০৪. সিনিয়র সচিব তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বলেন যে, আমাদের প্রযুক্তিগত ইন্টারনেট সংযোগ গ্রামে পৌঁছেছে। এখন প্রয়োজন তা উন্নয়ন করা। পরবর্তীতে কোন প্রকল্প নেয়া হলে তা তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হবে। আপাতত চলমান ১৩টি ও প্রস্তাবিত ১০টি প্রকল্প আমার গ্রাম:আমার শহরের সাথে সম্পর্কিত।

০৫. সিনিয়র সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বলেন যে, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে গ্রামীণ যুবকদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য তাদের স্কিল ডেভলপমেন্টের ট্রেনিং ও স্কিল থাকলে সেটা আপস্কিল করার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তাদের আয়বর্ধক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়া হয়। যুব মন্ত্রণালয়ের অধীন ৭১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৮৪টি ট্রেডে (অ্যাগ্রো বেইজড ওভোকেশনাল ট্রেড) প্রতিবছর তিন থেকে সাড়ে তিন লাখ যুবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মহামারীর সময়েও এই প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত আছে। প্রতিবছর ২০-২৫ লাখ যুবক তালিকাভুক্ত হচ্ছেন। ফিজিক্যাল ট্রেনিংয়ের পাশাপাশি অনলাইনে ট্রেনিং দেয়ার জন্য অনলাইন প্লাটফর্ম তৈরী করা হয়েছে। গ্রামীণ ফোনের সহায়তায় ২-৩ মাসের মধ্যে এটি শুরু করা সম্ভব হবে।

৫.১ নির্বাচনী ইশতেহারের ঘোষণা অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলায় একটি করে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া প্রতিটি উপজেলায় ১টি করে যুব প্রশিক্ষণ ও বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। যেখানে উপজেলার যুবদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপশি জিমনেশিয়াম, অডিটোরিয়াম, মিলনায়তন, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং সাইবার ক্যাফে থাকবে। উপজেলার প্রশিক্ষিত যুবকরা যাতে প্রশিক্ষণ নিয়ে আউটসোর্সিং এর কাজ করতে পারে সেজন্য সাইবার ক্যাফে করা হবে। গ্রামীণ যুবকদের কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করত: উৎপাদিত পণ্য যেন তারা ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করতে পারে এর জন্য যুব সপ, ওয়াসিং প্ল্যান্ট, প্রসেসিং প্ল্যান্ট, যুব এক্সপ্রেস কিচেন ইত্যাদি নির্মাণেরপদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

০৬. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ জানান যে, গ্রামসমূহে আধুনিক সুবিধা সম্প্রসারণ বিষয়ে তাঁর বিভাগের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত কোন বিষয় নেই। এরপরও যদি কোন প্রয়োজনে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগকে সম্পৃক্ত করার বিষয় থাকে এবং আজকের মিটিং থেকে কোন নির্দেশনা প্রদান করা হয় সেটা যথাসম্ভব প্রতিপালন করা হবে।

০৭. সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ জানান যে, এবছর তাঁর বিভাগে ২৪টি প্রকল্প চলমান আছে তার মধ্যে ৩টি প্রকল্প মূলত আমার গ্রাম-আমর শহরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেটি বিশেষ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন ও আধুনিক নাগরিক সুবিধা সম্পন্ন সমবায় বিশিষ্ট বহুতল পল্লী জনপদ নির্মাণ সম্পর্কিত। যা ৭টি বিভাগে হওয়ার কথা ছিল,বর্তমানে তিনটি বিভাগে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এটি একটি পাইলট প্রকল্প। BRDB এর অপর একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে যার মধ্যে LGED এর রাস্তার পরের সংযোগ সড়কসমূহ হেরিংবোন ও সলিং করা অথবা RCC করা। এটি সারাদেশের ইউনিয়ন গুলোতে বাস্তবায়ন হচ্ছে। আরেকটি আছে আলোকিত সড়ক বাতি। এটি চলমান। এছাড়া আরো একটি প্রস্তাবিত প্রকল্প বঙ্গবন্ধু মডেল ভিলেজ যা প্লানিং কমিশনে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। এই প্রকল্পটি আমার গ্রাম-আমার শহরের সাথে সরাসরি জড়িত।

০৮. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ সভাকে অবহিত করেন যে,মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টার্গেট নির্ধারণ করেছেন ২০২০ সালের মধ্যে ২০% কারিগরি শিক্ষার এনরোলমেন্ট হবে এবং ২০৪১ সালের ভিতর ৫০% হবে। সেই লক্ষ্যে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ নির্মাণ করা হবে যার মধ্যে ৩৫টি এবছর চালু হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুললেই সেটা শুভ উদ্বোধন করা হবে। বাকি গুলো ২০২২ থেকে শুরু হবে। ৩২৯টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ প্রকল্পটি সরকারের ২২ হাজার কোটি টাকার বড় একটি প্রকল্প যার কাজ শুরু হয়েছে। সেটা পর্যায়ক্রমে প্রতিটি উপজেলাতে বাস্তবায়ন করা হবে। আমার গ্রাম-আমার শহর এর ধারণার সাথে সঙ্গতি রেখে উপজেলার কেন্দ্রস্থল থেকে ৫ কিলোমিটার রেডিয়াসের মধ্যে এটি নির্মাণ করা হবে। এটা উপজেলার নিকটবর্তী কোন গ্রামেও নির্মাণ করা যেতে পারে। ৩(তিন) একর জমির উপর ২০০ আসন বিশিষ্ট মেয়েদের হোস্টেল নির্মিত হবে।

০৯. সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ বলেন যে, বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক ১৩টি প্রকল্প চলমান রয়েছে এবং ১৩টি নতুন প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক যে পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হবে, বিদ্যুৎ বিভাগ সেই অনুযায়ী অংশগ্রহণ করবে। এর পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে মুজিব বর্ষে আমার গ্রাম-আমার শহর কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত রেখে ২৬৯টি মডেল গ্রাম নির্বাচন করা হয়েছে এ সব গ্রামে মোবাইল টিম, ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার চালু করা হয়েছে। এখানে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ যাতে নিশ্চিত করা যায় তার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ সকল মডেল গ্রামে গ্রোথ সেন্টার, গ্রাম্য হাট-বাজারে স্ট্রিট লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া এসকল গ্রামে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিদ্যুতের অপচয় রোধ, অবৈধ সংযোগ এবং বিদ্যুতের দায়িত্বশীল ব্যবহারের বিষয়ে সাধারণ জনগণকে সচেতন করার জন্য লিফলেট ও পোষ্টার বিতরণ করা হয়েছে। এ সকল গ্রামে বিদ্যুৎ বিক্রয় ও বিতরণের সাথে সেরা গ্রাহক নির্বাচিত করে তাদের পুরস্কার প্রদান এবং সেরা বিদ্যুৎ কর্মি নির্বাচন করে তাদেরকে পুরস্কার প্রদান করা হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণকারী কোম্পানীর উদ্যোগে CSR এর আওতায় কোভিড সহ আরো বিভিন্ন ধরণের সমাজসেবা ও উন্নয়ন মূলক কাজেরউদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

১০. সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানান যে, এ মন্ত্রণালয়ের অধীন ০১টি প্রকল্প চলমান এবং একটি প্রস্তাবিত প্রকল্প রয়েছে। দেশের প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ করার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। এবছর মুজিববর্ষ স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে গ্রামীণ ১০০০ লাইব্রেরীতে মুজিব কর্ণার তৈরী করার প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে যা একনেকে পাশ হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। এতে জাতির পিতা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে উন্নয়ন কার্যক্রম রয়েছে তার উপর ভিত্তিকরে ৫০ হাজার টাকার বই দেয়া হবে লাইব্রেরিতে। এছাড়া অন্যান্য লাইব্রেরির সরঞ্জাম দেয়া হবে। উপজেলা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প প্রস্তাবিত আছে। সেটা ভবিষ্যতে স্থানীয় সরকার বিভাগ LGED এর সাথে যৌথ ভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।

১১. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় সভাকে অবহিত করেন যে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অনেক গুলো প্রকল্প রয়েছে যা আমার গ্রাম-আমার শহরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিন্তু যেকোনো ভাবেই হোক এটা তালিকায় আসেনি। তিনি অবিলম্বে ভুমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলমান ও প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের তালিকা প্রেরণ করবেন মর্মে জানান।

১২. সচিব, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় জানান যে, গ্রামীণ পর্যায়ে যে কাজ সম্পন্ন করা হয় সে তুলনায় তৃণমূল পর্যায়ে নিজস্ব জনবল মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নেই। সরকারে সাথে তাঁরা ওতপ্রোত ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাঁদের অনেক প্রকল্প আছে যেটা আমার গ্রাম-আমার শহরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ৬৪ জেলার সব উপজেলাতে তথ্য প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন। পাশাপাশি তাদের একটি প্রকল্প রয়েছে, "তথ্য আপা" প্রকল্প। তারা গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে যেয়ে নারীদেরকে তথ্য প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ করছেন এবং ব্যবহারে সহযোগিতা করছেন। তাদের যে স্বজনরা বিদেশে রয়েছেন তাদের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছেন। বিভিন্ন চাকরির তথ্যসহ অন্যান্য যে তথ্য আছে তা তারা জানিয়ে দিচ্ছেন। তাদের ১ কোটি গ্রামীণ মহিলাকে ক্ষমতায়িত করার প্রকল্প রয়েছে। এটা ৭০ লাখের উপর উঠেছে। তাদের আরো একটি প্রকল্প আছে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের বিষয়ে। ২০৪১ সালের ভিতর বাল্য বিয়ের হার ০% এ নামিয়ে আনার প্রচেষ্ট চলছে। নারীর প্রতি সহিংসতা ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে তাদের একটি হটলাইন আছে ১০৯। এটা সকল পর্যায়ের নারীরা বিপদ-আপদে ব্যবহার করতে পারেন। বর্তমানে করোনার সময় প্রতি দিন ৪ হাজারের বেশি নারীরা সহযোগিতা গ্রহণ করে থাকেন। গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়িত করতে তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হয়। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

১২.১. গ্রামীণ নারীদের আয় বৃদ্ধির জন্য ১৫ হাজার করে ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি প্রদান করা হচ্ছে। ফলে মহিলারা দারিদ্র্য সীমার উপর উঠে আসতে পারছে। গ্রামীণ মায়েদের জন্য একটি প্রকল্প আছে, 'মাদার এ্যান্ড চাইল্ড বেনিফিট প্রোগ্রাম'। এটি সরকারের অন্যতম প্রধান একটি প্রকল্প। বর্তমানে ১০ লাখ ৪৫ হাজার সেবা গ্রহীতাকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সহায়তা করা হচ্ছে। এই সেবা গ্রহীতার সংখ্যা ২০২৬ সালের মধ্যে ৭৫ লাখে উন্নিত করার প্রচেষ্টা রয়েছে। এটি গ্রামীণ মায়েদের মোবাইল এ্যাকাউন্টে সরাসরি চলে যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে তালিকা করে দেয়া হয়েছে। এই ডেটাবেজ সংরক্ষণ করা হয়। তিনি আরো জানান, তাদের আরো একটি প্রকল্প আছে। বাংলাদেশের প্রতিটি ইউনিয়নে কমপক্ষে একটি করে ক্লাব থাকা। বাচ্চারা যারা স্কুলে পড়ে তাদেরকে প্রথমে জীবন ঘনিষ্ঠ বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। এছাড়া বিনোদনমূলক ও খেলাধুলা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রত্যেকটি শিশুকে স্ট্যান্ডার্ড অ্যাডলোসেন্স এমপাওয়ারমেন্ট প্যাকেজের আওতায় এনে তথ্য প্রদান করা হচ্ছে। যাতে করে এই কিশোর কিশোরীদের মাঝে আগামী দিনের নেতৃত্বের গুণাবলী বিকশিত হয়। বাংলাদেশে এরকম ৮ হাজার কিশোর কিশোরী ক্লাব অর্থাৎ প্রতিটি ইউনিয়নে একাধিক ক্লাব গঠন করা হয়েছে।

১৩. অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ সভাকে অবহিত করেন যে, সারাদেশে ওয়ার্ড পর্যায়ে ১৪০০০ এর বেশি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। এর মধ্যে গ্রাম পর্যায়ে সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে নারী ও শিশুরা সেবা নিয়ে থাকে। এছাড়া প্রায় সব ইউনিয়ন পর্যায়ে 'ইউনিয়ন হেলথ এ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সেন্টার' রয়েছে। অল্প কিছু ইউনিয়ন বাকি আছে সেখানে কাজ চলমান রয়েছে। উপজেলাকে বেইজ ধরে তিনটি ধাপে গ্রাম, ওয়ার্ড ও ইউনিয়নে কাজ চলমান আছে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে উপজেলা পর্যায়ে কোন কমিউনিটি ক্লিনিক নেই তবে, উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে আউটডোর চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে যা মোটামুটি ভাবে প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের মতই ধরে নেয়া যায়। যদি বড় বড় শহরের সাথে তুলনা করা হয় যেমন ঢাকা, চট্টগ্রাম, জেলা সদর- সেই তুলনায় এই সার্ভিসটা প্রো-ভিলেজ। এ বিভাগে ৩১টা প্রকল্প আছে৪র্থ সেক্টর কর্মসূচীর মধ্যে। এগুলো চলমান কার্যক্রম। এ পর্যায়ে আমার গ্রাম আমার শহরের সাথে সম্পৃক্ত যদি কোন নির্দেশনা আসে তবে, তা বাস্তবায়নের জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রকল্পের সাথে অ্যালাইন করা হবে।

১৪. অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় জানান যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের ৩১ টি চলমান প্রকল্প এবং ২৫ টি প্রস্তাবিত প্রকল্পের তালিকা স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে আরো কিছু প্রকল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে যা, পরবর্তীতে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের যতগুলো প্রকল্প রয়েছে, সবগুলোই মূলত গ্রামীণ খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টির পাশাপাশি গ্রামের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের সাথে জড়িত। কৃষিনীতিতে কৃষি ক্লিনিক কে প্রমোট করার কথা বলা হয়েছে। একাধিক প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি ক্লিনিক গ্রামাঞ্চলে প্রমোট করতে কাজ চলছে। তিনি আরো বলেন, আগামীতে এই প্রক্রিয়াকে সম্প্রসারণ করা হবে। কৃষি মন্ত্রণালয় কৃষিকে আধুনিকায়ন করে এগ্রো প্রসেসিং, ভ্যালু অ্যাডিশন, পোস্ট হারভেস্ট লস, এধরণের কার্যক্রম গুলো শক্তিশালী করা হচ্ছে। এর অংশ হিসেবে রুরাল এগরিকালচার টেকনোলজি সেন্টার নির্মাণ করা হবে এগুলো এখনও ধারনাগত পর্যায়ে আছে। এগুলো বাস্তবায়নে প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। কৃষি বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনের কথা পলিসিতে বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। তিনি অচিরেই এসব প্রকল্প শুরুর ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা সভাকে অবহিত করেন।

১৫. অতিরিক্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় জানান যে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম গ্রাম কেন্দ্রীক। একই সাথে জেলা পর্যায়ে অনেক প্রকল্প চলমান আছে। এই সেক্টরের সাথে জড়িত আছে গ্রামের সাধারণ মানুষজন। কৃষকদের পাশাপাশি শিক্ষিত বেকার যুবক জনগোষ্ঠীরাও কাজ করছে। এছাড়া অনেকে খামার ব্যবস্থার সাথে জড়িত হচ্ছে। যে প্রকল্পগুলো আমার গ্রাম আমার শহরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেরকম ১১টি চলমান ও ১৭টি প্রস্তাবিত প্রকল্প তালিকা জমা দেয়া হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় দুটো সেক্টরে ভাগ হয়ে কাজ করছে। নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ ও অভাব পূরণে কাজ চলমান আছে। এটাকে প্রমোট করার জন্য মৎস্য প্রডিউসার অর্গানাইজেশন এবং অনলাইন মৎস্য বাজার ব্যবস্থাপনা সৃজন করা হয়েছে। হাওরাঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, উপকূলীয় প্রত্যন্ত এলাকায় আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মৎস্যঅবতরণ কেন্দ্র সৃজন করা হয়েছে।এরপর মৎস্য আহরনোত্তর পরিচর্যা কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে। ইনস্টিটিউট অফ লাইফস্টক সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজির মাধ্যমে অল্প শিক্ষিতদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। দুগ্ধ সংরক্ষণ ও বাজার জাতকরণের সুবিধার্থে সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। ফলে দুধ সহজে নষ্ট হবেনা। হাওর ও নিম্নাঞ্চলে হাঁস গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। উপজেলায় ভেটেরনারি কলেজ স্থাপনের চিন্তাভাবনা চলছে। দুই জেলায় ভ্যালু অ্যাডেড সম্পর্কিত খামার আছে। প্রাণিজ আমিষের অভাব পূরণে বিভিন্ন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আঞ্চলিক প্রাণী গবেষণা কেন্দ্র ইনস্টিটিউটের জন্য প্রকল্প দাখিল করা আছে। প্রাণিজ পণ্যের সাথে জড়িত যেসকল প্রাণী আছে, সেগুলোর রোগ নিরাময়ের জন্য ৮ টি প্রকল্প চলমান আছে। সচিব আরো জানান, তারা গ্রামীণ এলাকায় প্রকল্প গুলোর আশেপাশে গ্রোথ সেন্টার সৃজন করেছেন।

১৬. অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় সভাকে অবহিত করেন যে, শিল্প মন্ত্রণালয় শিল্পায়নে সহায়তা করার পাশাপাশি বিসিক ও এসএমই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে মাইক্রো ও ক্ষুদ্র কুটির শিল্প উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রাখছে। শুধু শিল্পায়ন না, কর্মীদের কর্সংস্থান, দক্ষতা উন্নয়ন, উদ্যোক্তা সৃষ্টিসহ সবক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে শিল্প মন্ত্রণালয়। গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন, গ্রামীণ শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রবাহ সৃষ্টি হচ্ছে ও দারিদ্র বিমোচন হচ্ছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের ৪৭টি প্রকল্প আছে, তার মধ্যে ১৭ টি প্রকল্প বিসিকের বিভিন্ন শিল্পনগরি সংক্রান্ত। সেগুলোর মাধ্যমে একদিকে কর্মসংস্থান হচ্ছে, স্থানীয় বিনিয়োগকে কাজে লাগানো হচ্ছে। স্থানীয় পর্যায়ের শিল্প প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তা গড়ে উঠছে ও গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়নও হচ্ছে। বিটাক হালকা প্রকৌশল উন্নয়নে কাজ করছে। একটি ইনস্টিটিউট নির্মাণ কাজ চলছে। বিটাক প্রশিক্ষণের পর গ্রামীণ ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। এসব প্রকল্প চলমান প্রকল্পের তালিকায় আছে। সেগুলো ফোকাল পয়েন্টের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এছাড়া অন্য তিনটি প্রকল্পরে ভিতর প্রথম দুটি এডিবিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ক্লাস্টার ভিত্তিক শিল্পায়নের মাধ্যমে দেশে ১৭৫টি অঞ্চলে ক্ষুদ্র কুটির শিল্প স্থাপন, গ্রাম উন্নয়ন ও দ্বিতীয়টি মৌচাষ সম্প্রসারণ। এই দুটি এডিবিতে অনুমোদিত কিন্তু নকশাকেন্দ্র স্থাপনটা এখনও অনুমোদন পায়নি। চলমান প্রকল্পগুলো গ্রামীণ অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছে । এগুলো তালিকায় সম্পৃক্ত হওয়া উচিত।

১৭. সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় জানান যে, তার মন্ত্রণালয় আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের সাথে ওতোপ্রত ভাবে জড়িত। মানুষের খাদ্য নিশ্চিত করতে পারলে শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা কমবে। সেজন্য খাদ্য গুদামের আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। সাথে খাদ্য সরবরাহের সুবিধা অনেকগুণ বাড়ানো হয়েছে। ফর্টিফাইড চাল বিতরণের মাধ্যমে পুষ্টির উন্নয়নে কাজ করা হচ্ছে। আধুনিক ব্যবস্থায় উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য যেন কৃষক পায় সেজন্য আধুনিক সুবিধা সম্বলিত পেটি সাইলো নির্মাণ কাজে হাত দিয়েছে খাদ্য মন্ত্রণালয়। দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় পারিবারিক সাইলো বিতরণ করা হচ্ছে। যাতে তারা খাদ্য সংরক্ষণ করতে পারে। এভাবে খাদ্য মন্ত্রণালয় সবাইকে খাদ্য নিরাপত্তা দিতে চেষ্টা করছে। সব প্রকল্পের মাধ্যমে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ৬টি চলমান ও ৬টি প্রস্তাবিত প্রকল্প তালিকাতে যুক্ত হবে।

১৮. অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বলেন যে, যেই প্রকল্পই নেয়া হোক সব কিছু যেন বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে নেয়া হয়। পরিবেশ পুনরুদ্ধার, বন সংরক্ষণ, পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে ৫টি প্রকল্প চলমান ও নয়টি প্রকল্প প্রস্তাবিত হিসেবে দাখিল করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রস্তাবিত ৯টির মধ্যে তিনটিকে চলমানে আনা হয়েছে। এখন ৮টি চলমান ও ৬টি প্রস্তাবিত প্রকল্প আছে ।

১৯. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বলেন, অ্যালোকেশন অফ বিজনেস শিডিউল-১৯৯৬ অনুযায়ী অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অন্যতম কাজ হচ্ছে উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা ও দেশ থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ থেকে গৃহীত প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা। মন্ত্রণালয় বা বিভাগ থেকে আমার গ্রাম আমার শহর কনসেপ্টের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন প্রকল্পের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় দ্বারা প্রি-ডিপিপি যদি পাওয়া যায়, তাহলে উন্নয়ন সহযোগিদের কাছে অর্থ সংগ্রহের জন্য অ্যাপ্রোচ করা হবে। তিনি আরও জানান, আমার গ্রাম আমার শহরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ৬টি প্রকল্প দেখানো হয়েছে, তা বিশ্ব ব্যাংক ও ইসলামিক ডেভলপমেন্ট ব্যাংকের অর্থায়নে করা। আর ৫টি প্রকল্প স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২০. অতিরিক্ত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বলেন, সরকারের একটি বড় এজেন্ডা হলো প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীদের সেবা প্রদান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী, বিধবা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করছে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। এই মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পগুলো সেই আলোকে দেয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্প ছাড়াও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ২৬২টি উপজেলায় বয়স্কভাতা প্রদান করবে। এই মন্ত্রণালয় থেকে স্বাস্থ্যসেবা, প্রবীণদের সেবা এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ইনক্লুসিভ সেবা দেয়ার জন্য প্রকল্প গুলো নেয়া হয়েছে।

২১. অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বলেন যে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চলমান প্রকল্প ফুড প্রাইমারি ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রামসহ আরও দুটি প্রজেক্ট আছে, যা দিয়ে চাহিদাভিত্তিক স্কুল গুলোতে ক্লাসরুম তৈরি করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি স্কুলে ওয়াশব্লক তৈরি করা হচ্ছে। এগুলো এলজিইডির সাথে পার্টনারশীপে করা হচ্ছে। অনেক স্কুল আছে, যেগুলোতে সংযোগ সড়ক নেই, সড়কগুলো তৈরি হলে বাচ্চাদের স্কুল যাতায়াতে সুবিধা হবে। সুপেয় পানির জন্য চলমান প্রকল্প গুলো থেকে টিউবয়েল বসানো হচ্ছে স্কুলগুলোতে। সব স্কুলে সম্ভব হয়নি। এটা অন্য প্রজেক্টগুলোর আওতায় করতে হবে। অনেক স্কুলে খেলার মাঠ নেই। স্থানীয় পৌরসভা, ইউনিয়ন বা উপজেলা পরিষদের সহযোগিতায় এই স্কুলগুলোতে খেলার মাঠের ব্যবস্থা করে দেয়া গেলে বাচ্চাদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা যাবে। চলমান প্রকল্প থেকে প্রতিটি স্কুলে কম্পিউটার দেয়া হচ্ছে। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট গ্রামপর্যায়ে নিয়ে যাওয়া জরুরি বলে মনে করেন তিনি। এগুলো করতে গেলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ দরকার। এজন্য বিদ্যুৎ বিভাগের সহায়তা চান তিনি।

২২. প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরবলেন যে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা রিলেটেড সব কাজ এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। ১৫ টি পাইলট গ্রামে যে প্রজেক্ট গুলো হবে সেখানে পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই, স্যানিটেশন, ও ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে কাজ করা হচ্ছে। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে কমিউনিটি ক্লিনিকে পানি ও স্যানিটেশনের জন্য ছোট আকারে ওয়াশ ব্লক তৈরি করা হবে। এটার অনুমোদন হয়েছে, কার্যক্রম শুরু করা হবে। প্রাইমারি স্কুলের টিউবয়েল ও ওয়াশব্লক নিয়ে দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২৩. প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি সভাকে অবহিত করেন যে, এলজিইডি'র থেকে যে কারিগরি সহায়তা প্রকল্প নেয়া হয়েছে তার অগ্রগতি সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অবহিত করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী গুচ্ছ ভিত্তিক মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের তালিকা আমার গ্রাম আমার শহরের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ করা হয়েছে। গ্রাম পর্যায়ে নাগরিক সুবিধা দিতে গেলে কোন মন্ত্রণালয় কিভাবে করবে এবং কোন ধরণের প্রকল্প গ্রহণ করা সমীচীন হবে তা যৌথভাবে সম্পাদন করা গেলে গ্রামে শহরের সুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এলক্ষ্যে ৫ মাসের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করার জন্য লোক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গ্রাম নির্বাচন করার বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন, সেভাবেই কাজ চলমান রয়েছে। পাইলট গ্রাম বাস্তবায়নের জন্য পরবর্তীতে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২৪. জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় জানান যে,জাতিরজনক সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদে নগর ও গ্রামের ভিতর যে দুরত্ব সেটা কমিয়ে এনে গ্রামকে শহরের কাতারে নিতে যে চিন্তা বা ধারণা সংযোজন করেছিলেন সেটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছেন। গ্রামের মানুষরা অধীর আগ্রহে বসে আছে শহরের সুবিধাভোগ করার জন্য। প্রতিমন্ত্রী মহোদয় জানান করোনার কারণে কাজের গতি কমেছে তারপরও আলোচনার পর মনে হচ্ছে সঠিক পথেই হাঁটছি আমরা। তিনি সমবায় ভিত্তিক চাষকে আমার গ্রাম আমার শহরের অন্তর্ভুক্ত করতে অনুরোধ করেন। যে সমস্ত গ্রামগুলো বাছাই করা হবে, সেখানে দুগ্ধ প্রকল্প না থাকলে সেটা যোগ করার জন্য বলেছেন। তিনি আরো বলেন যে, প্রকল্প যদি একটি গ্রামে বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হয় তাহলে অন্য গ্রামকে অন্তর্ভুক্ত করে কাজ করতে হবে। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়ন করা কঠিন হবে। এটিও বিবেচনায় রাখার জন্য অনুরোধ জানান।

২৫. জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় তাঁর সমাপনী বক্তব্যে বলেন যে,উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান করতে হবে। মানুষের চাহিদা পূরণ করতে হলে সেখানকার ভৌগলিক অবস্থান জানতে হবে। সেটা জেনে যৌক্তিকভাবে কাজ করতে হবে। কৃষি জমি যতবেশি রাখা যাবে সবুজায়ন তত বেশি সম্ভব হবে। খেলার মাঠ রাখতে হবে। এটা মাস্টারপ্লানের মূলভাবনা হতে পারে। সবখানে শিল্পাঞ্চল হবেনা। সব ইউনিয়নে, সব উপজেলায় এটা হওয়ার দরকার নেই। এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশনের জন্য কী কী করা উচিত সেটা ভাবতে হবে। সব এমপ্লয়মেন্ট এর কথা মাথায় রেখে প্ল্যান করতে হবে। মাস্টারপ্ল্যানের জন্য ইন্ডিকেশন থাকতে হবে যে শিক্ষিত হয়ে বের হওয়ার পর কেউ যেন বেকার না থাকে। সবার কাজের সুযোগ রাখতে হবে। আমাদের নদী, খালগুলোকে ঠিক রাখতে হবে। রাস্তার পরিমাণ যতটা যৌক্তিকভাবে কমানো যায় তত ভাল। আমরা বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর রাস্তা থাকবে। এরপর ফিডার রোড দিয়ে যখন নামা হবে সেটার স্পেস বেশি করা যাবেনা। আমরা যখন কাজ করবো তখন সব বিষয় ভালভাবে বিবেচনা করতে হবে। সবাইকে করোনভাইরাসসহ নানাপ্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। এগুলোর জন্য থেমে থাকা যাবেনা। উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। তাদেরকে যেসব অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া আছে, সেটা অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে। এটা নিয়ে সবাই কথা না বললে একার পক্ষে করা সম্ভব না বলেও জানান তিনি। একজন ইউপি চেয়ারম্যানের পক্ষে এত সেবা দেয়া সম্ভব না। সেখানে আরও লোকবল দিতে হবে। সেখানে খরচ নির্বাহ করতে হবে। তাকে বোঝাতে হবে কী কী সুযোগ সুবিধা আছে। সরকারের দায়িত্ব প্রত্যেক জনগণকে আয় রোজগারের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া। তিনি ইনকাম জেনারেশনের জন্য কাজ করার আহ্বান জানান। সেখানে প্রযুক্তি দিতে হবে, সেখানে অ্যাকাউন্টেবল করতে হবে। ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদে অ্যাকাউন্টেবল ও এমপাওয়ারমেন্ট লাগবে, লোকবল লাগবে, লজিস্টিক সাপোর্ট লাগবে। ইউনিয়ন পরিষদকে এমন কোন কাজ বাকি নেই যেটা না দেয়ার সুযোগ আছে। এখন যদি বলা হয় ইউনিয়ন পরিষদের তো সক্ষমতা নেই। এটাতো একটা প্রতিষ্ঠান। সুযোগ আছে এটাকে সক্ষম করে গড়ে তোলার। তিনি সবাইকে অনুরোধ করেন, ব্যাপারগুলোকে সিরিয়াসলি নিতে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বহবার মাস্টারপ্ল্যানের কথা বলেছেন, আমরা বলি, মিটিং করি। কিন্তু মিটিং করার জন্য মিটিং করবো না। মিটিং করে তার ভাল ফলাফল থাকতে হবে। আমরা যে কথা বলছি তার প্রতিফলন থাকতে হবে। এজন্যই আমি সবার বক্তব্য শুনেছি। খন্ড খন্ড বক্তব্য আমার সব কথা প্রায় বলা হয়ে গেছে। আমাদের বটম টায়ার লোকাল গভমেন্ট এনটিটি। এর জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করবো যেন সবার থেকে সাপোর্ট আসে। মানুষ অপরিকল্পিত বাড়ি,দোকান, স্কুল, ক্লাব, কবরস্থান তৈরি করে। এভাবে একটা দেশ চললে সুপরিকল্পিত উন্নয়ন করা সম্ভব না। সবগুলোকে সঠিক পথে আনতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে সারা পৃথিবীর কাজ দিলে তো সে করতে পারবে না। তারও কোন জবাবদিহিতা নেই। আমরা কি জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করেছি? ডেপুটি ডাইরেক্টর লোকাল গভমেন্ট মিনিস্ট্রি সব কাজ করার জন্য নিযুক্ত। সেখানে বেতন দেয়া হয় সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে এবং তাদেরকে কন্ট্রোল করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। আর এখন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় শুধু নামেই লেখা।

তিনি মনে করেন এগুলো ঠিক হওয়া দরকার। এগুলো যদি ঠিক না করা যায়, আমরা যদি লজ্জা করি কথা বলতে,অথবা কে কি মনে করে কষ্ট পাবে সেটা বুঝে চলতে চাই, কাজ হবে না। সবার সাথে জিগজ্যাগ প্রসেসে চললে মানসিক শান্তি হবেনা। ইউনিয়ন পরিষদকে অবশ্যই অ্যাকাউন্টেবল হতে হবে। তাদের ক্যাপাসিটি বাড়াতে কাজ করতে হবে। যদি সেটা করা যায় তাহলে আমরা এগোতে পারব। তা না হলে আমরা পিছিয়ে পড়ব। আমি আশা করি এসব ব্যাপারগুলো সবাই বিবেচনায় রাখবেন। সকল সচিবরা আগ্রহের সাথে তাদের মতামত প্রদান করায় তিনি উৎসাহিত বোধ করেছেন। তিনি মনে করেন সবগুলো বিষয়/প্রস্তাবনাএকত্রিত করলে দেশ এগিয়ে যাবে।

২৬. বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) বিভিন্ন মন্ত্রণালয় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমার গ্রাম: আমার শহরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গুরুত্ব দিতে হবে;

(খ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট এর সাথে প্রতি ২(দুই) মাসে একবার সভা করবেন;

(গ) TAPP প্রকল্পের কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

২৭. পরিশেষে সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৩০/৬/২০২১

(মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি)
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়